ভিনদেশের ভূতের গল্প

ভালগার্সিসের রাত

সম্পাদনা

নাসির আহমেদ কাবুল

জনছবি প্রকাশন

ভালগার্সিসের রাত

সম্পাদনা

নাসির আহমেদ কাবুল

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
হোসনেয়ারা আহমেদ

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
অস্থায়ী কার্যালয় :
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-92648-2-8

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান
ইলাস্ট্রেশনের ছবি : গুগল

মূল্য : ১৮০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

সুলতান মার্কেট, নয়ারহাট
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, চট্টগ্রাম-৪২১৩

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

... ...

Valgarsirser Raat, Edited by Nasir Ahmed Kabul
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 180.00, US $ 6

উৎসর্গ

দাদাভাই সানরাতুল

লেখকের অন্যান্য বই

জনারণ্যে একাকী (কবিতাগ্রন্থ)
এই বসন্তে তুমি ভালো থেকো (কবিতাগ্রন্থ)
হৃদয়ের একূল ওকূল (উপন্যাস)
পাথর সময় (উপন্যাস)
কৃষ্ণ তিথির চাঁদ (উপন্যাস)
তৃতীয় পক্ষ (উপন্যাস)
পাঁচ গেরিলার মুক্তিযুদ্ধ (কিশোর উপন্যাস)
দীপুর হাতের গ্রেনেড (কিশোর উপন্যাস)
অপারেশন রেসকিউ (কিশোর উপন্যাস)
পরীর দেশে প্রিন্সিয়া (শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ)
অনিন্দ্য এবং একটি কুকুর (শিশুতোষ গল্প)

সম্পাদিত গ্রন্থ

কোমল গান্ধার (কবিতাগ্রন্থ)
মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য গল্প (ছোটগল্প গ্রন্থ)
খোলা জানালা (গল্প ও কবিতাগ্রন্থ)
খেঁকশিয়াল ফুলপরী ও বাজপাখির গল্প (শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ)
নির্বাচিত ছোটদের গল্প- প্রথম খণ্ড (গল্পগ্রন্থ)
নির্বাচিত ছোটদের গল্প- দ্বিতীয় খণ্ড (গল্পগ্রন্থ)
ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প (অনুবাদিত ও সম্পাদিত)

সূচি

রহস্যময় প্রতিচ্ছবি	জর্জ বার্নার্ড শ'	...	৭
ভালগার্সিসের রাত	ব্রামস্টোকার	...	১৫
কঙ্কালের সঙ্গে একরাত	মপাঁসা	...	২৯
অতৃপ্ত আত্মা	অ্যাডগান এলান পো৩৫	...	৪৫
আমার ভূত দেখা	এইচ জি ওয়েলস	...	৪৯
অভিশপ্ত বাড়ি	এ ই ডি স্মিথ	...	৫৬

রহস্যময় প্রতিচ্ছবি

জর্জ বার্নার্ড শ'

রোডের নাম চার্চ। লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে রাস্তাটা। শহরের বেশ সুন্দর খোলামেলা জায়গা এটি। ভিড় নেই একেবারে। এখানে যতোদিন ছিলাম বেশ আনন্দেই কেটেছে।

কিন্তু বেশিদিন এখানে থাকা সম্ভব হলো না। এলাকাটি ছাড়তে হয়েছে বাজে একটি বাড়ির জন্যে। আমরা যখন এ এলাকায় ছিলাম তখন বাড়িটা ছিলো না, জায়গাটা ফাঁকা পড়েছিলো অনেকদিন।

আমাদের বাড়িটি একেবারে শেষ মাথায় চার্চ রোডের আর্ল স্ট্রীটের কাছাকাছি। আমরা এখানে আসার বেশ কিছুদিন পর বাড়িটি উঠলো-

শ্রীহীন শিল্পকর্মী ছাড়াই। এক কথায় বাড়িটি ছিলো কুশ্রী। এমন বাড়ি কে তৈরি করলো এতো টাকা খরচ করে কে জানে?

বাড়ি তৈরি হওয়ার পর মিস স্পেনসার নামে এক ভদ্রমহিলা বাড়িতে উঠলেন। ঝি-চাকর ছাড়া আর কোনো আপনজন ছিলো না স্পেনসারের। আস্তে আস্তে অনেক কিছুই জানা হলো নতুন প্রতিবেশী সম্পর্কে।

রোজ সকালে স্পেনসার বাড়ির পাশের একটা দরজা দিয়ে বাইরে আসতেন। তিনি প্রায় এক ঘন্টা চার্চ রোডের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে বেড়াতেন। ভদ্রমহিলার চেহারা লম্বা, দোহারা, পোশাক-আশাক বেশ আভিজাত্যপূর্ণ।

রাস্তার পাশে ছায়ায়-ছায়ায় যখন তিনি চলতে তখন তাকে দেখতে বেশ ভালো লাগতো। তার আর কোনো পরিচয় জানতাম না, নামটুকু ছাড়া। তবে তিনি যে অভিজাত পরিবারের–এটা বেশ বুঝতে পারতাম। তার গাড়িটিও বেশ দামী। তার যে অর্থের অভাব নেই, এটা সহজেই বোঝা যায়। তার জীবন নিঃস্ব ছিলো বলে মনে হতো।

আমার সমবেদনা হতো তার নিঃস্ব জীবনযাপন দেখে। মনে মনে ভাবতাম তার কি কোন কাছের মানুষ নেই!

একদিন চায়ের টেবিলে আমার স্বামীকে বললাম, অতো বড় একটি বাড়িতে একাকী থাকতে মিস স্পনসারের নিশ্চয় কষ্ট হয়। একলা থাকাটা খুবই একঘেয়ে ব্যাপার।

গাড়ি থেমেছে স্মিথের স্টুডিওর সামনে। শহরতলীতে স্মিথের খুব নামডাক হলো সে ভালো ফটোগ্রাফার। আমি আর আমার স্বামী এখান থেক কয়েকবার ফটো তুলেছি। স্মিথ ছবি তুলেছে খুব যত্ন করে। ছবিও খুব সুন্দর হয়েছে।

আমাদের ঢুকতে দেখে কাউন্টার থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল : –'ছবি তুলবেন?'

মিস স্পেনসার বললেন, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটি বললো, 'আপনাদের কি আসার কথা ছিলো?'

– হ্যাঁ, আসার কথা ছিলো দুটোর সময়।

মিস স্পেনসার তার নাম বললেন।

'আসুন, আপনারা ভিতর আসুন' –মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেলো ভিতরের একটি কক্ষে। এই কক্ষটি ছবি তোলার জন্য সাজানো আছে। 'ডাক চেম্বার' থেকে একটু পরেই স্মিথ বেরিয়ে এলো। একটু হেসে

বললো, 'এই যে মিসেস হোক, কী রকম পোজে ছবি তুলবেন?'

'আমি নই, আমার বান্ধবী ছবি তুলবেন।' জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা মিস স্পেনসারকে দেখালাম।

আমার কথা শেষ না হতেই মিস স্পনসার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার দিকে তাকিয়ে ফটোগ্রাফার স্মিথ চমকে উঠলো।

হ্যাঁ, চমকাবারই কথা। অদ্ভুত পরিবর্তন ভদ্রমহিলার মুখে। মাত্র দশ মিনিট আগে আমি কি এই মহিলার সঙ্গেই গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা

করছিলাম? চোখ দুটো বসে গিয়েছে মিস স্পেনসারের। মুখখানা পাণ্ডুর, সেখানে একবিন্দু রক্ত নেই। তার সুন্দর গোল মুখখানা কেমন যেনো লম্বাটে হয়ে গিয়েছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় নির্ভুল ইঙ্গিত তার মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে। অমানুষিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন মহিলা।

'আপনি অসুস্থ... আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন...' আমি চিৎকার করে আরও বললাম– 'একটু জল...তাড়াতাড়ি একটু জল আনুন কেউ।'

'না, জলের প্রয়োজন নেই' মিসেস স্পেনসার অদ্ভুত গলায় বললেন। তারপর সামনের আসনে বসে স্মিথকে ইঙ্গিত দিলেন ছবি তোলার জন্য।

স্মিথ তাড়াতাড়ি কালো পর্দাঘেরা কোণায় গিয়ে ঢুকলো। পরে আমার মনে হয়েছিলো স্মিথ মিস স্পেনসারের বসার ভঙ্গি ঠিক করে দেয়নি, এমন কি একটা কথা বলেনি এ সম্পর্কে!

'এখন ছবি তুলে কী হবে? কী দরকার?' মিস স্পেনসারের পাশে হাঁটুগেড়ে বসে তার বরফের মতো ঠাণ্ডা হাদ দু-খানা ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আপনি অসুস্থ।' এখন আপনার শরীরের অবস্থা ছবি তোলার জন্যে উপযুক্ত নয়। ছবিতে উঠবে না আপনার আসল চেহারা। মৃত মানুষের ছবির মতো মনে হবে।'

মিস স্পেনসারের গলা চিড়ে বেরিয়ে এলো এক অমানুষিক দুঃসহ আর্তনাদ। পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা যেন ধরা পড়লো ঐ তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মধ্যে। তার ডান হাতখানা চেপে ধরলো চেয়ারের হাতল, দাঁতে দাঁত আটকে গেলো। মিস স্পেনসারের কপালে ফুটে উঠলো বড় বড় ঘামের ফোঁটা। একটা প্রচণ্ড ভয় যেনো আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে তাকে। প্রবল ইচ্ছেশক্তি দিয়ে তিনি যুঝে চলেছেন সেই মহাভয়ের সঙ্গে।

আমার দারুণ ভয় হলো ভদ্রমহিলার এ রকম অবস্থা দেখে। কাঁপতে লাগলাম আমি।

'আসুন, চলে আসুন আপনি' আমি চিৎকার করে উঠলাম ভদ্রমহিলাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে করতে।

বাধা দিলেন মিস স্পেনসার। ভাঙা গলায় ফ্যাস ফ্যাস করে তিনি বললেন, 'আমি জানবো... আমাকে জানতেই হবে আপনি আমার কাছে

থাকুন...কাছে থাকুন আমার...একটু সাহায্য করুন আমাকে...'
পাশে বসলাম মিস স্পেনসারের। দু-হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললাম। ভদ্রমলিার মুখের দিকে তাকাবার সাহস আমি হারিয়ে ফেলছিলাম। মনে হচ্ছিলো, আমি যেনো কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি একটা বিয়োগান্তক নাটকে। কীসের জন্য ভয় তা-না জানায় আমার আতঙ্ক যেনো ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো।

কেটে যাচ্ছে সময়। কারো জন্য সময় বসে থাকে না, কালো কাপড়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ফটোগ্রাফার স্মিথের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বসে রইলাম অভিভূতের মতো।

চমকে উঠলাম হঠাৎ স্মিথের কণ্ঠস্বরে। স্মিথ বলছে, 'খুবই দুঃখিত ম্যাডাম, আপনার ফটো তোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

একটা কথাও বললেন না মিস স্পেনসার। চেয়ার থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার মুখে নিদারুণ হতাশার ছাপ। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো তাকে।

বাড়ির ফিরবার পথে কোন কথ হলো না আমাদের দু'জনের মধ্যে। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে গাড়ি পৌঁছলে তিনি এই প্রথম আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। তারপর বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'বিদায় মিসেস হোপ, চির বিদায়।'

জলে ভলে এসেছিলো আমার দুচোখ। গলার ভিতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। মিস স্পেনসারের কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। কান্নাভরা গলায় তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না কোনো কথা, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আমাকে খুলে বলবেন তার সব কথা।

সন্ধ্যায় আমার স্বামী ফিরলে সবকথা খুলে বললাম তাকে। বাদ দিলাম না একটি কথাও। আমার স্বামী হালকাভাবে নিলেন ব্যাপারটাকে। বললেন, 'এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এ হলো স্নায়ুর দোষ, খেয়ালী মনের উৎকৃষ্ট কল্পনাবিলাসও বলা যেতে পারে একে।'

প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম, 'কখনও নয়, তুমি যদি মিস স্পেনসারের পরিবর্তিত ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখতে তাহলে কিছুতেই এরকম কথা বলতে পারতে না।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পরিচারিকা এসে বললো, 'ফটোগ্রাফার মিঃ স্মিথ এসেছেন, তিনি গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আমি বললাম, 'এইখানে নিয়ে এসো।'